বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন, ১৯৮৯

(১৯৮৯ সনের ২২ নং আইন)

Bangladesh Shilpakala Academy Act, ১৯৭৪ রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু Bangladesh Shilpakala Academy Act, ১৯৭৪ (XXXI of 1974) রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১৷ এই আইন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “একাডেমী” অর্থ এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী;

(খ) “মহাপরিচালক” অর্থ একাডেমীর মহাপরিচালক;

(গ) “সচিব” অর্থ একাডেমীর সচিব;

(ঘ) “পরিষদ” অর্থ ৫ ধারার অধীন গঠিত পরিষদ৷

একাডেমী প্রতিষ্ঠা

৩৷ (১) এই আইন বলবত্ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী নামে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইবে৷

(২) একাডেমী একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার অস্থাবর ও স্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে৷

(৩) একাডেমীর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে৷

সাধারণ পরিচালনা

৪। একাডেমীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পরিষদ সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কাজ করিতে পারিবে যাহা একাডেমী কর্তৃক প্রযুক্ত ও সম্পন্ন হইতে পারে।

পরিষদের গঠন

৫। (১) নিম্্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি পরিষদের সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, যিনি পরিষদের সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) অর্থ, শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিববৃন্দ বা উক্ত সচিববৃন্দ কর্তৃক মনোনীত তাঁহাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংস্কৃতি উপদেষ্টা;

(ঙ) জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সভাপতি, বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালকবৃন্দ, পদাধিকারবলে;

(চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা, যিনি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব;

(জ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পদাধিকারবলে;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন সম্পাদক;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ হইতে একজন করিয়া খ্যাতিমান বেসরকারী ব্যক্তি;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া তিনজন ব্যক্তি;

(ঠ) একাডেমীর মহাপরিচালক, যিনি পরিষদের সচিবও হইবেন;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন সংসদ-সদস্য।

(২) পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বত্সরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, একজন মনোনীত সদস্য যে কোন সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন [১][:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় কোন মনোনীত সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।]

পরিষদের সভাপতি

৬। (১) পরিষদের সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং এই আইন দ্বারা তাঁহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে পরিষদের সভাপতি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা পরিষদের সভাপতির পদ শূন্য থাকিলে পরিষদের সহ-সভাপতি পরিষদের সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

একাডেমীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৭। একাডেমীর নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা :-

(ক) জাতীয় আশা-আকাঙ্খার সংগে সংগতি রাখিয়া ললিতকলা, জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো এবং উহাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

(খ) প্রতিভাবান ও পন্ডিত শিল্পী এবং কলাকুশলী দ্বারা কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা;

(গ) ললিতকলা, চারুকলা ও সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষেত্র বা ধারার উত্কর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে স্বল্পকালীন উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিভার বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী-শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) অভাবগ্রস্ত অথচ প্রতিভাবান শিক্ষার্থী শিল্পীদের, বিশেষ করিয়া কন্ঠ, নৃত্য ও যন্ত্র সংগীত শিল্পীদের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(চ) অজ্ঞাত বা স্বল্প পরিচিত প্রতিভাবান শিল্পীদের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ছ) ললিতকলা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রতিষ্ঠানের অবদান মূল্যায়ন করিয়া প্রয়োজনবোধে উহাদিগকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গুণগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

(জ) শিল্পকলার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ও কৃতী শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করা;

(ঝ) শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক ফিল্ম আমদানী করিয়া অথবা এইরূপ ফিল্ম দেশে তৈয়ার করিয়া তাহা প্রদর্শনের মাধ্যমে শিল্পকলা চর্চাকে উত্সাহিত করা;

(ঞ) বিভিন্ন দেশে ললিতকলা ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নব নব কলাকৌশল ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে দেশের শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য বিদেশ হইতে উন্নতমানের সাংস্কৃতিক দল বা গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানাইয়া দেশের শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের সম্মুখে তাঁহাদের কলাকৌশল পরিবেশনের ব্যবস্থা করা;

(ট) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;

(ঠ) ললিতকলা, চারুকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাহা প্রকাশের ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা;

(ড) দেশের সংস্কৃতিকে জনগণের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা;

(ঢ) বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলিয়া ধরিবার লক্ষ্যে সরকারের পূর্ব অনুমোদন লইয়া বিদেশে সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করা;

(ণ) উপরোল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

একাডেমীর বিভাগ

৮। (১) একাডেমীর নিম্নবর্ণিত বিভাগ থাকিবে, যথা :-

(ক) চারুকলা বিভাগ;

(খ) নাট্যকলা বিভাগ;

(গ) সংগীত ও নৃত্য বিভাগ;

(ঘ) প্রযোজনা বিভাগ;

(ঙ) আলোকচিত্র বিভাগ;

(চ) প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে একাডেমী নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিভাগগুলির যে কোন বিভাগ বিলুপ্ত করিতে পারিবে এবং উহাদের পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ সচিবের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকিবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি বিভাগ একজন পরিচালকের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকিবে।